Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সন্ত্রাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা ইয়াসমিন পলি

রোলঃ ২১৫০০১০৪৯

১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সন্ত্রাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা ইয়াসমিন পলি

রোলঃ ২১৫০০১০৪৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সন্ত্রাস" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহমুদা ইয়াসমিন পলি, আইডিঃ ২১৫০০১০৪৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সন্ত্রাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Mahmuda

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

মাহমুদা ইয়াসমিন পলি

আইডিঃ ২১৫০০১০৪৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৬
সন্ত্রাসের সংজ্ঞা	৭
ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস ও জিহাদ	৭
জিহাদের অর্থ	১৩
জিহাদ ফি সাবিলিল্লার ব্যাখ্যা	১৭
হাম্বলী মাজহাবের সংজ্ঞা	১৭
মালেকী মাজহাবে জিহাদের সংজ্ঞা	১৮
শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম বাজাওয়ারী (রঃ) এর মতে	১৮
হানাফি মাজহাবে জিহাদের সংজ্ঞা	১৮
জিহাদের প্রকারভেদ	১৯
আক্রমণাত্মক জিহাদ	১৯
আত্মরক্ষা মূলক জিহাদ	২০
জিহাদের মর্যাদা	২১
জিহাদের সমতূল্য কোনো ইবাদত নেই	২৩
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সবচেয়ে মহৎ কাজ হলো জিহাদ	২৪
ইসলামের চূড়া হল জিহাদ	২৪
জিহাদের ঝান্ডা	২৫
আল্লাহর পথে ধূলিমাখার গুরুত্ব	২৫
জিহাদে ঘোড়ার গুরুত্ব	২৭
যুদ্ধের মাঠে সৈন্য সারিতে দাঁড়ানোর গুরুত্ব	২৭
আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়ার গুরুত্ব	২৮
মুজাহিদদের মর্যাদা	২৯
জিহাদে আহত হওয়ার মর্যাদা	৩১
শাহাদাহর ফজিলত	৩২
শহীদের মর্যাদা	৩৩
যে ব্যক্তি শহীদ হয় সে তার চেয়ে উত্তম যে বিজয়ী হয় এবং নিরাপদ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে	৩৪

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
শহীদ একটি সামান্য যন্ত্রণা (কামড়) ছাড়া মৃত্যুর আর কোন কষ্ট অনুভব করেনা	৩৫
ফেরেশতারা তাদের পাখা দ্বারা শহীদকে ছায়া দেয়	৩৫
শিঙ্গায় ফুঁৎকারের ফলে সৃষ্ট আতঙ্ক হতে শহীদ মুক্ত থাকবে	৩৬
জান্নাতে সবুজ পাখির অভ্যন্তরে অবস্থান	৩৬
বিচারের দিবসে শহীদ ব্যক্তি প্রশান্তি অনুভব করবেন	৩৭
শহীদ ব্যক্তি তাঁর পরিবারের ৭০ জনের জন্য সুপারিশ করতে পারে	৩৭
আল্লাহ্ শহীদের উপর সন্তুষ্ট	৩৮
শহীদদেরকে আল-হুরের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়	৩৯
মাটি শহীদের শরীর ধ্বংস করতে পারেনা	৩৯
আল্লাহর জন্য পুনরায় মৃত্যু কামনা করা	৪০
আল্লাহর রাস্তায় ব্যায়ের ফজিলত	৪০
জিহাদে গমন ওয়াজিব ও তার নিয়্যাতের আবশ্যকতা	৪১
যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন	৪২
ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৪২
কাফিরদের পরাজিত করার দোয়া	৪৩
আমিরের নেতৃত্বে যুদ্ধ	৪৪
জিহাদে অংশগ্রহণ না করার শাস্তি	৪৪
জিহাদে গনিমত	৪৫
উপসংহার	৪৬
শেষ কথা	৪৬

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের দ্বীন হিসাবে ইসলাম দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর পরিবারের উপর। ইসলাম হলো আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, বর্তমানে অনেক মুসলিমরাই মনে করে সালাত সাওম, হজ্জ, যাকাতই ইসলাম। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের চূড়া হলো জিহাদ, সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাতের মতো জিহাদের গুরুত্ব ও সমান বরং ক্ষেত্র বিশেষে বেশি। দুনিয়াতে যতক্ষন না পর্যন্ত সকল আল্লাহর দ্বীন কায়েম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাগুতি বাতিল শক্তিগুলো ইসলামের ফরজ বিধান জিহাদ কে সন্ত্রাস বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে, হকের কথা, জিহাদের কথা, আল্লাহর শরীয়াহর কথা বললে মুসলিমদের সেকেলে, ব্যাকডেটেড, উগ্রবাদী, জংগি, সন্ত্রাসী বলে মুসলিমদের হয়রানি, জুলুম, জেল বন্দী, হত্যা, নির্যাতন করছে। কারন কোনো তাগুতি শক্তিই চায় না মুসলিমরা জিহাদ করুক। হক প্রচার করুক। কারন হক প্রচার পেলে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সকল ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে, আমেরিকা, ক্রুসেডার আর ইহুদীদের আধিপত্যর সমাপ্তি ঘটবে,তাই সকল বাতিল শক্তি এক জোট হয়ে জিহাদকে সন্ত্রাস বলে অপপ্রচার চালায়। মুসলমানরা কখনো সন্ত্রাসী হয় না, জিহাদ কখনো সন্ত্রাস হয় না, জিহাদ হয় আল্লাহর জন্য, আর বাকি সব যুদ্ধ হয় তাগুতের জন্য, তাই জিহাদ সত্য। সন্ত্রাস বাতিল মিথ্যা।

সন্ত্রাসের সংজ্ঞা

সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা। ধ্বংসাত্বক প্রক্রিয়ায় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের জান মালের ক্ষতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনকে সন্ত্রাসবাদ বলে। ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই। ইসলাম এসেছে সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদের ইতি ঘটিয়ে দুনিয়াতে শান্তি, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস ও জিহাদ

কাফিররা নিজেদের জুলুম, নির্যাতন, হত্যা , বল প্রয়োগ, আধিপত্যকে বৈধতা দেওয়ার জন্য জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ বলে প্রচার করতে থাকে। প্রায় সময় রাষ্ট্রীয় আইন শৃংখলা বাহিনী দাঁড়ি টুপি ওয়ালাদের গ্রেফতার করে অভিযোগ আনা হয় - জিহাদী,,উগ্রবাদী বই পাওয়া গেছে ,তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। ইসলামী বই যদি জঙ্গি, উগ্রবাদী বই হয় , তাহলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সকল ইসলামী বইয়ের মূল সোর্স হলো মহা গ্রন্থ আল কোরআন। আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন যা সকল মুসলিমের ঘরে ঘরে আছে। তাহলে তো সব মুসলিম সন্ত্রাসী! কারণ সবার ঘরে আল কুরআন আছে। কআল কোরআনে জিহাদের বিধানকে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। আর রাসুলুল্লাহ সাঃ ও তার সাহাবীগন সেই বিধানকে দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে অস্ত্রের মহড়া দেওয়া হয়। হল গুলোতে অস্ত্র পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়। জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক নেতার ধর্ষণের সেঞ্চুরি ঘটনাতো সবারই জানা। রাজনৈতিক দল গুলো রাজপথে অস্ত্র নিয়ে মিছিল দেয়। রাস্তায় প্রকাশ্যে মানুষ হত্যা করে। হরতাল অবরোধের নামে সাধারণ জনগণের গাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তাদের এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে কেন সন্ত্রাসবাদ বলা হয় না? কেন দাঁড়ি টুপি ওয়ালারা দ্বীনের দাওয়াত দিলে, কোরআন, হাদিস, ইসলামী বইয়ের

প্রচারণা করলে, কেন তাদের উগ্রবাদী সন্ত্রাসী বলা হয়? মাদ্রাসার ছাত্ররা কি অস্ত্রের মহড়া দিয়েছে? মাদ্রাসার ছাত্র কি রাস্তায় মানুষ পিটিয়ে হত্যা করেছে? মাদ্রাসার ছাত্ররা কি গাড়ি পুড়িয়েছে? তাহলে কেন বলা হয় মাদ্রাসাতে জঙ্গী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়? এর উত্তর একটাই, ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে দেয়া। যাতে সকল তাগুতী কুফরী শক্তি দুনিয়াতে ত্রাসের সৃষ্টি করে, নিজেদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিয়ে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে পারে। তাই তারা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে থাকে।

আরাকান, কাশ্মীরে , ভারতে মুসলিমদের গণহারে হত্যা করা হচ্ছে। ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি ,আরএসএস এর গেরুয়া সন্ত্রাসীরা ভারতের মুসলিমদের প্রকাশ্যে হত্যা করছে। মুসলিম মেয়েদের ঘোষণা দিয়ে ধর্ষণ করছে। Love Jihad এর নামে মুসলিমদের প্রকাশ্যে পুড়িয়ে হত্যা করছে। মুসলিম মায়ের পেট চিড়ে ভ্রুণ হত্যা করছে। মুসলিমদে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ভারতীয় আদালতের মাধ্যমে বাবরী মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার রায় দেওয়া হয়েছে, এমনকি আদালতের মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক তালাক বিষয়ক আইন পরিবর্তন করা হয়েছে। অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য উত্তর প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী উগ্রবাদী হিন্দু নেতা যোগী আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশের মুসলিমদের হুমকি দেয় যারা ভারত মাতাকে বন্দে মাতরম, জয় শ্রীরাম বলবে না তাদের জন্য বাবরী মসজিদের মতো পরিণতি অপেক্ষা করছে। সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা দিয়েছিল মুসলিম নারীদের যেন কবর থেকে তুলে এনে ধর্ষণ করা হয়। শিশু আসিফাকে গেরুয়া সন্ত্রাসী মন্দিরে ধর্ষণ করেছে।

ইউরোপের দেশগুলোতে নিকাব পরিহিতা মুসলিম নারীদের হেনস্থা করা হয় । ডেনমার্ক, নরওয়েতে কোরআন পোড়ানো হয়। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইষ্টচার্চে মসজিদে প্রবেশ করে খ্রিস্টান সন্ত্রাসী বেন্টন ট্যারান্ট ৫০ জন মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছ। এই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি দেখানো হয়েছিল। আর যারা আল্লাহর হুকুমে জিহাদ করছেন তাদেরকে বলা হচ্ছে জঙ্গি। শুধু তাই নয়, একজন সাধারণ তাওহীদবাদী মুসলিম ও যদি পশ্চিমাদের ইসলাম না মেনে কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা

করে,পশ্চিমা আগ্রাসন সহিংসতার প্রতিবাদ করে তাহলে সেও হয়ে যায় তাদের কাছে সন্ত্রাসী।

আফগানিস্তানে মার্কিন ন্যাটো জোট পাঁচ লক্ষেরও বেশি মুসলিম হত্যা করেছে। ইরাকে মার্কিন বাহিনী কয়েক লক্ষ মুসলিম হত্যা করে। ইরাকের ফাল্লুজায় নিষিদ্ধ সাদা ফসফরাস বোমা হামলা করে গণহত্যা করা হয়। ফসফরাস বোমা হামলার ফলে এখনো ফাল্লুজায় শারীরিক ত্রুটি যুক্ত শিশুরা জন্ম নিচ্ছে।

আবু গারিব কারাগারে আমেরিকান সেনাবাহিনীর ইরাকী মুসলিমদের পাশবিক নির্যাতনের ছবি ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। আবু গারিব কারাগার থেকে বোন ফাতিমার মুজাহিদদের প্রতি চিঠি মার্কিন সেনা বাহিনীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দলিল। পৃথিবীর নরক গুয়ান্তানামো বে কারাগারে মুসলিমদের বিনা অপরাধে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। গুয়ান্তানামো বে কারাগার থেকে যে সকল মুসলিমরা মুক্তি পেয়েছেন,তারা গুয়ান্তানামোর নির্মম, পাশবিক নির্যাতনের বিবরন বিভিন্ন মিডিয়ায় দিয়েছেন এমনকি বই লিখে প্রকাশ করেছেন।

আল জাজিরার সাংবাদিক সামি আলহাজের লিখা বই- “কয়েদি ৩৪৫/ Prisoner 345”, মোয়াজ্জেম বেগের লিখা বই- “শত্রু যোদ্ধা/ Enemy Combatant” - বইগুলোর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বসনিয়ায় গণহত্যা চালিয়ে ৮৩৭২ মুসলিমকে হত্যা করা হয়। আফ্রিকান ইউনিয়ন ,কেনিয়া, উগান্ডা এক জোট হয়ে সোমালিয়াতে অসংখ্যা মুসলিমকে হত্যা করেছে।

(সোর্স-Inside Kenya's Death Squads - Al Jazeera Investigation).

সেন্ট্রাল আফ্রিকায় খ্রিস্টানরা ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুসলিম নিধন করেছিলো, মুসলিমদেরকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। ফ্রান্স আলজেরিয়াতে গণহত্যা চালিয়ে অগনিত মুসলিম হত্যা করেছে। চীন সরকার Concentration Camp বানিয়ে উইগুর মুসলিমদের নির্মম ভাবে হত্যা নির্যাতন করছে। উইগুর মুসলিম নারীকে চীনা হানরা জোর করে বিয়ে করছে। উইগুর নির্যাতনের ভিডিও ফুটেজ ইন্টারনেটে ভাইরাল

হয়েছে। আমেরিকা ইজরায়েল একজোট হয়ে ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। ফিলিস্তিনের গাজার হাসপাতাল গুলোতেও বোম্বিং করছে। ফিলিস্তিনে নূন্যতম মানবিক সেবা পর্যন্ত প্রবেশ করতে দিচ্ছে না।

পশ্চিমা সন্ত্রাসীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে আর যারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে তাদেরকে তারা সন্ত্রাসী বলবে। গাজার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে বন্দী ইজরায়েলের নাগরিকদের যখন বন্দী চুক্তিতে মুক্তি দেওয়া হয়, হামাসের উত্তম আচরনের জন্য ইজরায়েলী বন্দীরা হামাস কে হাসি মুখে বিদায় দিয়েছে। আল কাসসাম বিগ্রেড বন্দীদের সাথে সেই আচরণ করেছে যা ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুক্তির পর ইজরায়েলী এক মা বলেছে তার মেয়ে বন্দী থাকা অবস্থায় নিজেকে গাজার প্রিন্সেস মনে হয়েছে। অন্য দিকে ইজরায়েলের কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনিদের নির্মম ভাবেন নির্যাতন করা হচ্ছে। নূন্যতম মানবিক অধিকার দেওয়ায় হচ্ছে না। তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি নারীদেরকে কারাগারে ধর্ষণ করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি শিশুদের হাত পা ভেংগে দিচ্ছে। বন্দী বিনিময় চুক্তিতে মুক্তি প্রাপ্ত ফিলিস্তিনিদের দেখা যায় পুড়া শরীর নিয়ে মুক্তি পেতে। ছোট্ট শিশু ভাঙ্গা হাত নিয়ে মুক্তি পেয়েছে।

এই হলো পশ্চিমা কথিত শান্তিকামীদের শান্তি প্রতিষ্ঠার কিছু নমুনা। আফগানিস্তানে সন্ত্রাসের নামে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে অ্যামেরিকা ন্যাটো জোট নিয়ে যুদ্ধে করতে এসেছিল। কিন্তু আফগানিস্তানের তাওহীদবাদী মুসলিমরা এক আল্লাহর নাম নিয়ে আমেরিকার মোকাবেলা করার জন্য, জিহাদের পথ বেছে নিয়েছিল। সাধারণ মুসলিমরা যোগ দিয়েছিলো জিহাদে। কারণ যখন কোনো কুফফার বাহিনী মুসলিমদের ভূমিতে হামলা করে মুসলিম হত্যা করে তখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায়। আর তখন সারা বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচার করা হলো এই বলে যে তারা অশিক্ষিত, মৌলবাদী, মোল্লা, সন্ত্রাসী। তারা মসজিদ মাদ্রাসায় শিশু হত্যা করে বলে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়। আমেরিকার জুলুম, সন্ত্রাসের জবাব দিতে গিয়ে মুসলিম মুজাহিদরা হয়ে গেলো

সন্ত্রাসী, আর ৭৩ বছরে ২ কোটি মানুষ হত্যাকারী আমেরিকা হয়ে গেলো আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী!

আমেরিকা ঘোষণা দিলো আমরা আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি, শান্তির জন্য আমরা যুদ্ধ করছি। শান্তি,মানবতা,গণতন্ত্র আর নারী অধিকারের বুলি আওড়িয়ে আমেরিকা নিজের সন্ত্রাসবাদকে জায়েজ করে নিল। আর যারা আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিহাদের ভাষায় জবাব দিতে শুরু করলো তারা হয়ে গেলো উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী। আমেরিকা নিজেদের সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলো আদি আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদের উপর হত্যা চালিয়ে তাদের বিতাড়িত করে। ১৪৯২ সালের ১৭ অক্টোবর ক্রিষ্টোফার কল্মবাস একদল অস্ত্রদারীকে নিয়ে জাহাজে করে বাহামাস দ্বীপে পৌঁছান, এবং ধারণা করেন আমেরিকায় স্বর্ণের খনি রয়েছে। আর তাই তিনি সেখানকার অধিবাসী আদি আমেরিকানদের বিতাড়িত করে নিজের সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। পরবর্তীতে স্পেনে গিয়ে ইউরোপীয়দের নিয়ে এসে আদি আমেরিকানদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা শুরু করেন। অনেক অধিবাসীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়,দাস হিসেবে ও ব্যবহার করা হয়। আদি আমেরিকানদের উপর শেতাঙ্গদের নৃশংসতার তথ্য পাওয়া যায় স্পেনের ঐতিহাসিক বার্তোলমে দা লাস কাসাস এর লেখা 'হিস্ট্রি অব দ্যা ইন্ডিজ' (History of the Indies by Bartolomé de las Casas) - বইয়ে তিনি লিখেছেন, "কলম্বাস বাহিনী তাদের ছুরি ও তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করার জন্যও আদিবাসীদের টুকরো টুকরো করে কাটতো, নিষ্পাপ শিশুদের শিরশ্ছেদ করতো।" শেতাঙ্গরা রেড ইন্ডিয়ানদের গুটি বসন্তের রোগীদের কম্বল দিতো, শুধু তাই নয় শেতাঙ্গরা আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের আমেরিকায় নিয়ে এসেছিল দাস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। কৃষ্ণাঙ্গ লেখক ও কোস্ট গার্ড অ্যালেক্স হেলি ,তার লেখা বই রুট্স: দ্য সাগা অফ এন আমেরিকান ফ্যামিলি' (Roots: The Saga of an American Family, Novel by Alex Haley) - বইয়ে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় মানুষ ধরে আনার কিছু প্রামানিক ঘটনার বর্ণনা করেছেন।

জুলুম নির্যাতন আর মানুষ হত্যার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে আমেরিকান সাম্রাজ্য, যার ধারাবাহিকতা কল্মবাসের উত্তরসুরি জর্জ ওয়াশিংটন থেকে জো বাইডেন আজও বজায় রেখেছে। আমেরিকার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। আমেরিকা মুসলিমদের বর্বর ,সন্ত্রাসী বলে প্রচারণা করে। কারন দুনিয়ার সকল জাতি আমেরিকান সাম্রাজ্যের কাছে মাথা নত করলেও মুসলিমরা তা করেনি,আর আমেরিকা এটা বুঝে ফেলেছে যে, একমাত্র ইসলামই হলো তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। আর তাই তারা সুকৌশলে বিশ্বে ইসলাম ফোবিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। মুসলিমরা যাতে মাথা উঁচু করতে না পারে এর সব পরিকল্পনা করে বাস্তবায়ন করছে। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসবাসের জয়াগা করে দিতে মূল ভূমিকা পালন করেছে এই আমেরিকা। যাতে তারা খুব সহজে মধ্যে প্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে। আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্ররা সারা বিশ্বে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মুসলিমদের সংগটিত কোনো দলকে আমেরিকা ও তার মিত্ররা মেনে নিতে পারেনা। তাই যেসকল মুসলিমকেই তাদের জন্য হুমকি মনে করে তাদেরকে গ্রেফতার করে দমন নিপীড়ন শুরু করে, পশ্চিমে বসবাস কারী আলিম, দ্বীনের দায়ী থেকে শুরু করে আরবের হক পন্থী আলিম, দায়ীদের উপর শোষন, নির্যাতন চালায়। আমেরিকা আর তার মিত্রদের প্রতাপের দিন ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই ফুরিয়ে যাবে, ইতিমধ্যেই আমেরিকা ও ন্যাটো জোট আফগান মুজাহিদদের হাতে ২০ বছর নাকানি চুবানি খেয়ে পরাজয় বরন করে রাতের আধারে উন্নত অস্ত্র, ট্যাংক ফেলে চুরের মতো আফগান মাটি ছেড়ে পালিয়েছে। আফগানিস্তানে আল্লাহর শরীয়াহ কায়েম হয়েছে। আফগান মুজাহিদের হাতে বন্দী ব্রিটিশ সাংবাদিক ইভন রিডলি মুজাহিদদের আথিতেয়তা ও ধার্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। যেই মিডিয়া তালিবানদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী বলে অপপ্রচার চালালো, আফগান বিজয়ের পর আজ তারাই বলছে তালিবানরা হলো যোদ্ধা। স্বয়ং আমেরিকান সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তালিবান মুজাহিদদের যোদ্ধা বলে অভিহিত করেছে।

আশ শামের মুজাহিদরা ও দখলবাজ ইহুদীদের অস্ত্রের ভাষায় জবাব দিচ্ছেন। এখন আর সেই দিন নেই, যে মুসলিমরা মার খাবে।আফগানের মুজাহিদ থেকে শামের

মুজিহিদদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে মুসলিমরা,মুজাহিদদের জন্য দোয়া করছে, আর আমেরিকা আর তার মিত্রদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেন, "সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।"

(আল কোরআন-১৭:৮১)

এই শতাব্দী হবে ইনশাআল্লাহ মুসলিমদের উত্তানের শতাব্দী। আল্লাহ সকল বাতিল শক্তিকে পরাজিত করুন, আর মুসলিমদের গৌরবের দিন গুলো আবারও ফিরিয়ে আনুন। আমিন।

জিহাদের অর্থ

জিহাদ শব্দের আবিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম। লিসান আল আরব অনুযায়ী জিহাদের ভাষাগত অর্থ হল কোন কাজ বা কথায় সর্বোচ্চ পরিশ্রম দিয়ে প্রচেষ্টা করা। এই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দুনিয়াবি সফলতা অর্জনের জন্য হতে পারে, শয়তানের জন্য হতে পারে, আবার আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ও হতে পারে।

ইসলামি শরিয়তে জিহাদের-অর্থ- কোরআনে রাসুল (সাঃ) এর মাক্কী জীবনে জিহাদের ভাষাগত অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে মোট চার বার।

আল্লাহ বলেন,"আর আমার পথে যে ব্যক্তিই শ্রম-সাধনা করে, সে তো শ্রম-সাধনা করে নিজেরই কল্যাণার্থে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ব-জগতের সকল থেকে অমুখাপেক্ষী

(আল আনকাবুত – ৬)

কুরআনে এই আয়াতে জিহাদ শব্দটির ভাষাগত অর্থ ব্যবহার করে চেষ্টা -সাধনার কথা বলা হয়েছে।

“আমি মানুষকে আদেশ করেছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তারা যদি আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য তাদের উপর বলপ্রয়োগ করে, যার সম্পর্কে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে সে ব্যাপারে তাদের কথা মানবে না। আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা কী করতে।“

(আল আনকাবুত – ৮)

এই আয়াতে মানুষ কে পিতা মাতা শিরকের নির্দেশ দিলে তা মান্য না করার জন্য জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

“যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেস্টা চালায় আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকমশীলদের সঙ্গে আছেন।“

(সূরাঃ আল আনকাবুত - ৬৯)

তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাবে থাকবে। অতঃপর তোমাদের সকলকেই আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা-কিছু করতে।

(সূরাঃ লোকমান - ১৫)

সুরা লুকমানের এই আয়াতে ও আল্লাহ জিহাদ শব্দটি পিতা মাতার শিরকের নির্দেশ অমান্য করার জন্য, ব্যবহার করেছেন।

মাক্কী সময়কালের আয়াত গুলোতে মূলত জিহাদের প্রচলিত ভাষাগত অর্থই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

জিহাদের শরীয়াহ গত অর্থ কোরআনে এসেছে রাসুল সাল্লালাহু আলাইয়ি ওয়া সাল্লাম এর মাদানি সময়ে। এ সময় মোট ২৬ বার কোরআনে জিহাদ শব্দটি এসেছে। এবং

প্রতিটি আয়াতেই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধই হচ্ছে জিহাদের চূড়ান্ত অর্থ।

আল্লাহ বলেন,"তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (সূরাঃ আত তাওবাহ্ - ৪১)

এই আয়াতে আল্লাহ জিহাদের জন্য বের হতে নির্দেশ দিয়েছেন ,নিজেদের জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে বলেছেন, শয়তানের সাথে কিংবা নফসের সাথে জিহাদ করতে তো বের হতে হয় না, কিংবা জান মাল দিয়ে ও শয়তান কিংবা নফসের মোকাবেলা করতে হয় না, কিন্তু বর্তমানে অনেক মুসলিমরাই নফসের জিহাদ কে চূড়ান্ত জিহাদ মনে করে থাকে।

"সমান নয়, সেসব মু'মিন যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং ওই সব মু'মিন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর।"

(সূরাঃ আন্ নিসা ৪ : ৯৫)

এই আয়াতের দ্বারা ও বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ মানে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া এবং ঘরে থাকার চেয়ে সেটা উত্তম।

আল্লাহ বলেন,"যারা পেছনে থেকে গেল তারা আল্লাহ্ র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দবোধ করল আর তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্ র পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম', যদি তারা বুঝত!"

(সূরাঃ আত তাওবাহ্ - ৮১)

এই আয়াত আল্লাহ নাযিল করেছিলেন তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ,তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য মুনাফিকরা রাসুল (স)এর কাছে কাকুতি মিনতি করেছিলো যে এই গরমে তারা যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে না, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করেছিলেন। তাবুক যুদ্ধ হতে বিরত থাকার জন্য তারা বলেছিল। এর মাধ্যমে মুনাফিকরা অভিযানে বের না হয়ো না বলতে জিহাদে বের না হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে।

সূরা তাওবাহর ৮৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন,

“আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তার রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর'-এ মর্মে যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, যারা (ঘরে বসে আছে, আমাদেরকেও তাদের সঙ্গে থাকতে দিন।“

(সূরা তাওবাহ-৮৬)

এই আয়াতে আল্লাহ মুনাফিকরা তাদের সামার্থ্য থাকা সত্বে ও যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে পেছনে থাকা কে পছন্দ করে। এ থেকে ও বুঝা যায় যে,জিহাদ বলতে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করাকেই বুঝানো হয়েছে।

“আর যারা আল্লার পথে শহীদ হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত”

(সূরাঃ ইমরান-১৬৯)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের তুলনা ওইরূপ সায়িম (রোযাদার), যে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছে, যে তার সওম ও সালাত আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করে না; (সে এরূপ সাওয়াব পেতেই থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় মুজাহিদ ফিরে আসে।

(বুখারী হাঃ ২৭৮৭, মুসলিম হাঃ ৪৯৭৭)

এই হাদিসে মুজাহিদ বলতে পরিষ্কার ভাবে জিহাদ কারী যোদ্ধা কেই বুঝানো হয়েছে।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লার ব্যাখ্যা

জিহাদ ফি সাবিলিল্লার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদিসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, জিহাদ কি? তিনি বললেন, কাফিরদের সাথে লড়াই করা যখন তাদের সাথে সাক্ষাত হয়। বলা হলো, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ যার ঘোড়া নিহত হয় ও রক্ত প্রবাহিত হয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাইহাকী, সনদ সহীহ) মিশকাতসহ সকল হাদীস গ্রন্থে 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বিষয়ক হাদীসই স্থান পেয়েছে।

ইমাম কাসানী (রঃ) বলেন,

"শরীয়াতের পরিভাষায় (জিহাদ হলো) নিজের জীবন, সম্পদ, মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা উৎসর্গ করা"।

(আল বাদায়ীউস সানায়ী ৯/৪২৯৯)

হাম্বলী মাজহাবের সংজ্ঞা হচ্ছে

"(জিহাদ হচ্ছে) কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা"।

(মাতালিবু উলিন নাহি ২/৪৭৯)

“আল জিহাদ হচ্ছে আল ক্বিতাল এবং এই লড়াইয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আইনকে সম্মুন্নত রাখা”।*(উমদাতুল ফিকহ ১৬৬ পৃষ্টা ও মুনতাহাল ইরাদাত ১/৩০২)*

মালেকী মাজহাবে জিহাদের সংজ্ঞা হলো

“মুসলিমের জন্য আল্লাহর আইনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যেসব কাফির কোন চুক্তির অধীনে নয় তাদের বিরুদ্ধে অথবা যদি তারা আক্রমণ করার জন্য মুসলিমের সামনে উপস্থিত হয় অথবা যদি মুসলিমের ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।” *(হাশিয়া আল — আদাউয়ি, আস-সায়িদী ২/২ এবং আশ-শারহুস সগীর আকরাব আল-মাসালিক লিদ-দারদীর; ২/২৬৭)*

মালিকী মাযহাবের আইনগ্রন্থ ’মানহুল জালীল’-এ জিহাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে -

“আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চে করার জন্য কাফিরদের (যাদের সঙ্গে মুসলিমদের চুক্তি নেই) সঙ্গে মুসলিমদের লড়াই।“

শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম বাজাওয়ারী (রঃ) এর মতে

“আল জিহাদ অর্থ আল্লাহর পথে লড়াই করা”।

(হাশিয়াত বাজাওয়ারী আলা শারহুন ইবনুল কাসিম, ২/২৬১)

হানাফি মাজহাবে জিহাদের সংজ্ঞা

আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফি রহিমাহুল্লাহ বলেন :

জিহাদ হলো, সত্য দ্বীনের দিকে আহবান করা এবং যে কবুল করবে না তার বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করা।

(আল-বাহরুর রায়িক : ৫/৭৬)

আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফি রহিমাহুল্লাহ সংজ্ঞা দেন :

জিহাদ হলো, সত্য দ্বীনের দিকে আহবান করা এবং গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

(ফাতহুল কাদির ৫/৪৩৫)

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ দুই প্রকার। আক্রমণাত্মক জিহাদ ও আত্মরক্ষামূলক জিহাদ।

আক্রমণাত্মক জিহাদ

আক্রমণাত্মক জিহাদ (যেখানে শত্রুকে তার নিজ এলাকায় আক্রমণ করা হয়) এক্ষেত্রে কাফিররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয় না,যে সকল কাফিরদের কাছে ইতিমধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছে তাদেরকে আক্রমণের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়া উত্তম। আর যদি দাওয়াত না পৌঁছে থাকে তাহলে প্রথমে দাওয়াত দিতে হবে,আর যদি ইসলাম গ্রহণ করে না,তাহলে জিজিয়া প্রদান করে মুসলিম শাসকের আনুগত্য মেনে নেওয়ার আহবান জানানো হবে,মুসলিম শাসকপর আনুগত্য মেনে নিতে রাজি হলে তারা নিরাপদ হয়ে যাবে,তাদের কে আক্রমণ করা হবে না, আর যদি তারা জিজিয়া প্রদান করে মুসলিম শাসকের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে তাহলে,তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। বর্তমান সময়ে অনেক উলামায়ে সু ও শান্তিকামী মুসলিমনামধারী কিছু মডারেট মুসলিম প্রচার করে থাকেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলামে কোনো আক্রমনাত্মক জিহাদ নেই, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের এই কথার কোনো ভিত্তি নেই

আমরা খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে জানি, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ইহুদি গোত্রকে আক্রমণ করতে খায়বার গিয়েছিলেন, এবং মুতার যুদ্ধে রোমানদের আক্রমণ করতে সৈন্য দল

পাঠিয়ে ছিলেন, সাহাবীদের যুগেও আক্রমণাত্বক জিহাদের মাধ্যমেই শাম, মিশর, ইরাক, পারস্য ও উত্তর আফ্রিকা বিজয় হয়েছিল।

দ্বিতীয় খলিফা উমার রাদিআল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে পরিচালিত সকল যুদ্ধই ছিল আক্রমনাত্মক।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "তোমরা যুদ্ধ করতে থাক আহলে কিতাবের ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যারা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং অনুসরণ করে না প্রকৃত সত্য দ্বীন, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে"।

(সূরা তাওবা, আয়াত ২৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে"।

(সহীহ বুখারী)

আত্মরক্ষা মূলক জিহাদ

আত্মরক্ষামূলক জিহাদ হল আমাদের ভূমি হতে কাফিরদের বের করে দেয়া, যা ফারদ-আ'ইন, অর্থাৎ সবার জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। সকল প্রকার আবশ্যকীয় কর্তব্য গুলোর মধ্যে এটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি নিম্নের অবস্থাগুলো দৃষ্ট হয়ঃ

(ক) যদি কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে।

(খ) যদি দু'টি বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাড়ায় এবং একে অপরকে আহ্বান করতে শুরু করে।

(গ) যদি খলিফা কোন ব্যক্তি অথবা জনগণকে আহ্বান জানায় তাহলে অবশ্যই বেরিয়ে পরতে হবে।

(ঘ) যদি কাফিররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে বন্দী করে ফেলে।

সলফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরিগণ, চার মাযহাবের আলিমগণ (মালিকী, হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী), মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাসসীরগণ সকলেই এবং ইসলামের ইতিহাসের সকল সময়ে একমত পোষণ করেছেন যে, এই শর্তানুযায়ী জিহাদ ফর্াদ আ'ইন হয়ে যায়। ফর্াদ আ'ইন ঐ সকল মুসলিমদের উপর যাদের ভূমি কাফিররা আক্রমণ করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পরার জন্য সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে তার পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐ আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলমানদের যখন সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা গাফলতির কারণে কাফিরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত করতে না পারে তখন এই ফর্াদ আ'ইনের হুকুমটি ঐ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর, তারপর তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদেরও গাফলতি অথবা জনশক্তির ঘাটতি থাকে তাহলে পরবর্তী অতপর পরবর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফর্াদ আ'ইন হয়ে যাবে।

(কিতাব আল-ইখতিয়ারাত আল-ইলমিয়্যাহ-ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-ফাতওয়া কুবরা-৪/৬০৮)

জিহাদের মর্যাদা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা' আলা বলেনঃ "সুতরাং তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যারা আখিরাতের বিনিময় পার্থিব জীবন বিক্রয় করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তারপর সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক অবশ্যই আমি তাকে দান করব মহা পুরস্কার।" *(সূরাঃ নিসা ৭৪)*

“যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই প্রকৃত সফলকাম। তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় অনুগ্রহের ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী নেয়ামত।তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরষ্কার।” *(সূরাঃ তওবা ২০ – ২২)*

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও তাদের মাল; এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল এবং কোরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ কর তোমাদের সে সওদার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ আর তা হল বিরাট সাফল্য।” *(সূরাঃ তওবা ১১১)*

“ওহে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন।”

(সূরাঃ মুহাম্মাদ ৭)

“প্রকৃত মু’মিন তো তারাই, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি; পরে কখনও সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে তারাই সত্যবাদী।”

(সূরাঃ আল-হুজুরাত ১৫)

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একজন প্রশ্ন করল (আল্লাহর) ইবাদত সমূহের মধ্যে কোন কাজটি আল্লাহর চোখে অধিক প্রিয়?

তিনি বলেন “ওয়াক্ত – মত সালাত আদায় করা” আমি বললাম, ‘অতঃপর’?

তিনি বললেন : “তোমার পিতামাতার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া”, আমি বললাম, “অতঃপর?”

তিনি বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ"। (বুখারী)

ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু জিহাদকে সালাতের পর সর্বোত্তম আমল হিসেবে গণ্য করতেন (আল-বাইহাকী)।

জিহাদের সমতূল্য কোনো ইবাদত নেই

কেউই জিহাদের সমতুল্য কোন ইবাদত করতে পারে না।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল এমন কাজের কথা যার পুরষ্কার জিহাদের অনুরূপ তিনি বলেন, "তুমি তা করতে পারবে না।" তারা আবার জিজ্ঞাসা করল এবং তৃতীয়বার। এবং প্রত্যেকবার রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তোমরা তা করতে পারবে না।" অতঃপর তিনি বলেন মুজাহিদের সমান হল সে যে রোজা রাখে এবং সালাত পড়ে কোনরূপ বিশ্রাম ছাড়া এক নাগাড়ে যতক্ষণ না মুজাহিদ ফিরে আসে।" *(মুসলিম)*

একজন লোক রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করল এমন কিছু কাজের কথা যা জিহাদের অনুরূপ আল্লাহ রাসূল (সা) বললেন, "আমি এমন কিছু দেখিনা।" অতঃপর তিনি বলেন, "যখন মুজাহিদ প্রস্থান করে। তুমি কি পারবে মসজিদে ঢুকে একনাগাড়ে সালাহ ও সাওম পালন করতে কোন বিরতি ছাড়া?" লোকটি বলল "এবং কে এমন করতে পারে।" *(বুখারী)*

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "মুজাহিদের ঘোড়া দৌড়াতে থাকবে চারণভূমিতে এবং মুজাহিদকে তার জন্য পুরস্কার দেয়া হবে।" *(বুখারী)*

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সবচেয়ে মহৎ কাজ হলো জিহাদ

আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা।" *(বুখারী এবং মুসলিম)*

আবু কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বললেন, "জিহাদ করা এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করা হলো সর্বোত্তম কাজ" এক ব্যক্তি তখন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রাসূল আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তবে কি আমার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে?" আল্লাহর রাসূল বললেন, "হ্যাঁ"। *(মুসলিম)*

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কেউ জিজ্ঞাসা করল ইবাদত সমূহের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।" সে বলল, "অতঃপর?" তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ"; তখন তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, "কবুলকৃত হজ্ব"।

(বুখারী এবং মুসলিম)

ইসলামের চূড়া হল জিহাদ

মুয়াজ বিন জাবাল বর্ণনা করেন, আমরা তাবুক হতে ফেরার পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম তিনি আমাকে বললেন, "তুমি যদি চাও আমি তোমাকে এই বিষয়ের মূল, স্তম্ভ এবং চূড়া সম্পর্কে বলতে পারি।" আমি বললাম, "অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" তিনি বলেন, "সব বিষয়ের প্রধান হল ইসলাম; এর খুঁটি হল সালাহ এবং এর চূড়া হল জিহাদ।" (আল-হাকিম – আহমেদ – আল-তিরমিযী ইবনে মাযাহ)

জিহাদের ঝান্ডা

ইউনুস ইবনু উবায়েদ রাহ বর্ণনা করেন,

রাসুলের পতাকা কীরূপ ছিল, তা জিজ্ঞেস করতে মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আমাকে বারা ইবনু আজিব রা ,-এর নিকট অভিযানে পাঠান। তিনি বললেন, তাঁর পতাকা ছিল কালো, বর্গাকৃতির ডোরাকাটা কাপড়ের,

(সুনানে আবু দাউদ:২৫৯১, সুনানুত তিরমিজি:১৬৮০)

রাসূলের পতাকা ছিল কালো এবং ঝান্ডা ছিল সাদা।

(সুনানে ইবনু মাজাহ:২৮১৮)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বীয় পা সমূহ ধূলিপূর্ণ করে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবেন।"

(বুখারী)

আল্লাহর পথে ধূলিমাখার গুরুত্ব

আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তাঁর পথের ধূলিকণাপূর্ণ দাসদের ফুসফুসকে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা সংযুক্ত করবেনা এবং যে আল্লাহর পথে স্বীয় পা সমূহ ধূলি পূর্ণ করে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে এত দূরে রাখবেন যার দূরত্ব হবে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ১০০০ বৎসর ভ্রমণ করার পথ, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, সে শহীদের সীল গ্রহণ করবে বিচার দিবসে, সেই ক্ষতস্থান জাফরান রং ধারণ করবে এবং সেখান থেকে সুগন্ধ ছড়াবে, এটা এমন প্রতীক হবে যা শুরু এবং শেষের সকল সৃষ্টি তা সনাক্ত করতে পারবে। তারা বলবে, "তারা শহীদের ছাপ রয়েছে।" এবং যে ব্যক্তি একটি উটকে দুধ পান করানোর সমান সময়ের জন্যও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, জান্নাত তার জন্য অবধারিত।" (আহমাদ) জিহাদের উদ্দেশ্য সমুদ্র যাত্রার ফজিলত।

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্ম হারাম বিনতে মালহান – কে দেখতে যেতেন এবং তিনি তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহার করাতেন। উম্ম হারাম ছিলেন উবাদাহ্ বিন আল-সামিত – এর স্ত্রী। একদা যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন, তিনি তাঁকে পানাহার করানোর পর তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুল আছড়াতে বসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। তিনি (উম্ম হারাম) প্রশ্ন করলেন, "কী আপনাকে হাসালো?" তিনি বললেন, "আমাকে আমার এমন কিছু সংখ্যক জাতির সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল যারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে বের হচ্ছিল, সমুদ্রপথে, সিংহাসনে আরোহণ করা রাজার ন্যায়।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যেন আমি তাদের একজন হতে পারি।" তিনি তার জন্য প্রার্থনা করলেন এবং অতঃপর পুনরায় ঘুমাতে গেলেন। তিনি আবারও হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন, তিনি বললেন – "কী আপনাকে হাসালো?" তিনি বললেন যে তিনি অপর এক দলকে দেখেছেন এবং পূর্বেকার মত এবারও তা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে একজন হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত।" কয়েক বৎসর পর, উম্ম হারাম একদল বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেন যারা সমুদ্রে পথে যাত্রা করে। যখন তারা উপকুলে পৌঁছল তখন মৃত্যু হল।" *(বুখারী)*

উম্ম হারাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – কে বলতে শুনেছেন, "আমার উম্মাহর প্রথম যারা আল্লাহর জন্য সমগ্র পাড়ি দিবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।" উম্ম হারাম বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বললেন, "আমার উম্মাহর প্রথম সৈন্যদল যারা রোমের শহর আক্রমণ করেছিল, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।" তিনি (উম্ম হারাম) বলেন, "আমি কি তাদের মধ্যে একজন?" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না"। *(বুখারী)*

জিহাদে ঘোড়ার গুরুত্ব

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য, তাঁকে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস রেখে ঘোড়া প্রতিপালন করবে, তবে সেই ঘোড়ার খাবার, পানীয় এবং মলমূত্র – সেই ব্যক্তির ভাল কাজ হিসেবে বিচার দিবসে গণ্য করা হবে।"*(বুখারী)*

যুদ্ধের মাঠে সৈন্য সারিতে দাঁড়ানোর গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহ তো ঐ সমস্ত লোকদের ভালবাসেন, যারা তার রাস্তায় এমনভাবে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা একটি শক্ত কাঠামো, (যাতে সীসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে)।" *(সূরাঃ আস-সাফ ৬১:৪)*

সাহল বিন সাদ আল-সাঈদী রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দু' টি সময়ে আল্লাহ্ জান্নাতের দরজা খুলে দেন এবং যখন এটি ঘটে তখন কোন (প্রায়) প্রার্থনাই অগ্রাহ্য করা হয়না; সালাতে ডাকার সময় এবং যখন সৈন্যদল তাদের সৈন্যসারিতে দাঁড়ায়।" *(আবু দাউদ)*

আবু বকর আল-সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু একদা এক সৈন্যদলের রক্ষী হন এবং তাদের সাথে হাঁটতে থাকেন এবং অতঃপর বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে আমরা আমাদের পাগুলো তাঁর কারণে ধূলিপূর্ণ করছি।" একজন ব্যক্তি বললেনঃ "কিন্তু আমরা তো শুধু তাদের রক্ষী হয়েছি এবং তাদেরকে বিদায় জানিয়েছি?" আবু বকর বললেন, "আমরা তাদেরকে প্রস্তুত করেছি, তাদের বিদায় জানিয়েছি এবং তাদের জন্য দু' আ করেছি।" (আল-ইবন আবি শায়বাহ্ কর্তৃক আর মুসনাফ – আল-সুনান আল-কুবরা – আল-বায়হাকী কর্তৃক)।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে বিচার দিবসের শ্রেষ্ঠ শহীদের কথা বলব? সে ঐ ব্যক্তি যে যুদ্ধের মাঠে সৈন্যদলে দাঁড়ায় এবং যখন সে শত্রুর মুখোমুখি হয় তখন ডানে বা বামে তাকায় না। বরং সে তার তলোয়ার বহন

করে এবং বলে, "হে আল্লাহ! আজ আমি আপনাকে আমার আত্মা সোপর্দ করছি, আমার বিগত দিনগুলোর মীমাংসার জন্য।" এবং অতঃপর সে নিহত হয়। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি শহীদদের অন্তর্ভুক্ত যে এখন জান্নাতের উচ্চ ঘরে যেখানে তার ইচ্ছা হয় বিশ্রাম নেয়।" (ইবন আল-মুবারাক)

আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়ার গুরুত্ব

আব্দুল্লাহ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "দু'ধরনের চোখকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবেনাঃ ঐ চোখ যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে আর ঐ চোখ যা আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দিতে সারা রাত নিঘুর্ম কাটিয়ে দেয়।" *(তিরমিযী)*

আবু রায়হানাহ্ কর্তৃক বর্ণিত: একবার আমরা রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে একটি যুদ্ধের অভিযানে ছিলাম। যাত্রাকালে আমরা একটি উঁচু এলাকায় পৌঁছলাম এবং সেখানেই রাত আতিবাহিত করলাম আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা ছিল ফলে আমি দেখলাম কিছু লোক মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তারা সেখানে জড় হয়ে থাকবে এবং তাদের বর্ম দ্বারা নিজেদেরকে শীত থেকে রক্ষা করবে। রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দেখলেন তখন তিনি বললেন, "কে আজকের রাতে প্রহরী হবে এবং আমি তার জন্য দু'আ করব?" একজন আনসারি এগিয়ে আসলেন এবং বললেন, "আমি হব হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কাছে যেতে বললেন এবং অতঃপর তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি উত্তর দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য লম্বা দু'আ করলেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ শুনলাম আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম যে আমিও রক্ষী হব। আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কাছে যেতে বললেন এবং অতঃপর তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, "আবু

রায়হানাহ" ।অতঃপর তিনি আমার জন্য একটি দু'আ করলেন এবং সেটি ছিল পূর্বের দু'আ অপেক্ষা ছোট অতঃপর তিনি বললেন, "দোযখের আগুন সেই চোখের জন্য নিষিদ্ধ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং দোযখের আগুন সেই চোখের জন্য নিষিদ্ধ যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার জন্য সারা রাত জেগে থাকে।"

(আহমাদ, আল-মুসান্নাফ, আল-নাসাঈ, আল-হাকিম)

ইবন উমার কর্তৃক বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "আমি কি তোমাদেরকে এমন এক রাতের কথা বলব না যা আল-ক্বদর এর রাত অপেক্ষা উত্তম? একজন রক্ষী যে ভয়ংকর (ঝুঁকিপূর্ণ) সীমান্ত পাহারা দেয় এটা না জেনেই যে সে তার পরিবারে কোনদিন ফিরে আসতে পারবে কিনা।"(আল-মুসান্নাফ, আল-সুনান আল-কুবরা – আল-বায়হাকী, আল-হাকিম – যাহাবী কর্তৃক সম্মত)

মুজাহিদদের মর্যাদা

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বের হওয়া মুজাহিদকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন,মুজাহিদ তো সেই ব্যাক্তি যে দুনিয়াবী ক্যারিয়ার ,নিজ পরিবার, স্ত্রী ,সন্তানের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে বের হয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে বের হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করার জন্য, তারপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার প্রতিদান অবধারিত হয়ে আছে আল্লাহ্র কাছে।"

(সূরাঃ আন-নিসা : ১০০)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে কেউই আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে তার জন্য জান্নাত কবুল হতে ততটুকু সময়ই প্রয়োজন যতটুকু প্রয়োজন একটি উটের দুধ দোয়াতে।"

(আহমেদ, আবু – দাউদ, আত্ – তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে হিব্বান)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,’’আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্র দায়িত্ব হয়ে যায়।“ সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা’আলা জান্নাতে একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু’টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহ্র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইব্নু ফুলাইহ্ (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। *(সহিহ বুখারী, ২৭৯০)*

আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৯২)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা তা থেকে উত্তম যেখানে সূর্যের উদয়াস্ত হয়। *(সহিহ বুখারী,২৭৯৩)*

জিহাদে আহত হওয়ার মর্যাদা

জুনদুব ইব্নু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

কোন এক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি বলেছিলেনঃ

তুমি একটি আঙ্গুল ছাড়া কিছু নও; তুমি রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহ্রই পথে।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮০২)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহত হলে এবং আল্লাহ্ই ভাল জানেন কে তাঁর পথে আহত হবে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশ্কের সুগন্ধি ছড়াবে।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮০৩,হাদিসের মান: সহিহ হাদিস)

খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, “যদি আমি একটি সুন্দর মহিলাকে বিবাহ করি যাকে আমি ভালবাসি অথবা আমাকে একটি নবজাতক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় এটা আমার জন্য কম প্রিয় হবে সেই অবস্থার চেয়ে, যখন আমি এক বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা রাত্রিতে একদল যোদ্ধার সাথে অবস্থান করছি পরবর্তী সকালে শত্রুর মোকাবেলা করতে আমি তোমাদের জিহাদে যেতে উপদেশ দেই।” (ইবনে আল-মুবারক) এটা খালিদের মৃত্যুর আগের উক্তি।

শাহাদাহর ফজিলত

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তিগণও সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা’আলা অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং নেক্কারগণ। আর এই মহাপুরুষগণ অতি উত্তম সহচর।” *(আল-নিসাঃ৬৯)*

শাহাদাহ হলো আল্লাহর পক্ষে থেকে বিশেষ রহমত, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা অত্যন্ত ভাগ্যর বিষয় ,শহীদের কোনো হিসেবে দিতে হয় না, শহীদরা হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা, সবাই শহীদ হতে পারেনা, শহীদ হওয়ার জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভের অধীকারী হতে হয়, আল্লাহ যাকে শহীদের মর্যাদা দেন, তিনিই শাহাদাহ লাভ করেন।

যখন শহীদের আত্মা তার শরীর ছেড়ে চলে যায় তখন তা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পায় আল্লাহর দানসমূহ যা তিনি (আল্লাহ্ তা’আলা) তার জন্য পূর্বে প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ্ শহীদদেরকে বহুবিধ পুরস্কার প্রদান করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হল যে, শহীদরা জীবিত “আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলোনা যে, “তারা মৃত” বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারনা।”

(আল-বাকারাহঃ ১৫৪)

ইবন আব্বাস হতে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ শহীদরা নদীর তীরে জান্নাতের দরজার পাশে একটি সবুজ বর্ণের গম্বুজের মধ্যে আছেন। তারা সকালে ও রাতে জান্নাত হতে আহার প্রাপ্ত হয়। [আহমাদ – ইবন আবু শায়বাহ – তাফসীর আল-তাবারী আল-হাকিম (যাহাবী কর্তৃক পরিশুদ্ধ)]

শহীদের মর্যাদা

আল-কুরতুবী বলেন যে, শহীদরা সত্যিকার অর্থেই জীবিত, তাদের শরীর মৃত কিন্তু আত্মা মৃত নয়। অন্যান্য জীবিত মুসলিমদের সাথে পার্থক্য শুধু এটাই যে তারা জান্নাত থেকে খাবার প্রাপ্ত হয় যেখানে অন্য বিশ্বাসীগণ (মুসলিমগণ) তা পায় না। মুজাহিদ বলেন যে, জান্নাতের ফল থেকে শহীদের আহার করানো হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সেটার ভেতরে অবস্থান করছে না। অন্যরা বলেন যে, শহীদদের আত্মা জান্নাতের সবুজ পাখিদের মধ্যে রয়েছে। আল-কুরতুবী এই মতামতটি গ্রহণ করেছেন তা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথার অনুরূপ।

আবু কাতাদাহ্ বলেন, একদা এক খুতবায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং ঈমান হল সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলে, একজন ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং বললঃ " হে আল্লাহর রাসূল, যদি আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয় তবে কি তার কারণে আমার সকল পাপ মাফ করে দেওয়া হবে?" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ " হাঁ যদি তুমি দৃঢ়তা, আন্তরিকতার সাথে শত্রুর মোকাবিলা কর এবং পলায়ন না করে মারা যাও।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "হ্যাঁ যদি তুমি দৃঢ়তা, আন্তরিকতার সাথে শত্রুর মোকাবিলা করে এবং পলায়ন না করে মারা যাও এবং তুমি ঋণগ্রস্ত না থাক, জিবরাইল আমাকে এটি বলেছেন।

(সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "শহীদের সাতটি বৈশিষ্ট্য থাকেঃ তাঁর (ক্ষত থেকে) প্রথম রক্ত বিন্দু ঝরার সাথে সাথে তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে...." *(আহমাদ আল-তাবারানী)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "ঋণ ব্যতীত শহীদের আর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (মুসলিম – আল-হাকিম – আহমদ) আল-কুরতুবী ঋণ দ্বারা এখানে যা বুঝানো হচ্ছে

সেটা হল, যখন সেই শহীদের সামর্থ্য ছিল সেই ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার কিন্তু সে তা দেয়নি অথবা তার পক্ষে স্বেচ্ছায় লিখিত দেওয়ার সুযোগ ছিল এবং সে তা করেনি। এর মধ্যে সেই অর্থ অন্তর্ভুক্ত যা সে কোন অপচয়ের কারণে ধার করে এবং তা ফেরত দেয়নি। কিন্তু যখন শহীদ দারিদ্য ও চরম প্রয়োজনের কারণে অর্থ ধার নেয় এবং অতঃপর তা ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে তা তাঁর জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবেনা। এক্ষেত্রে, সুলতান তার ঋণ পরিশোধ করবে। যদি তা না হয়, তবে আল্লাহ্ নিজে তার জন্য সেই ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "যখন তুমি ধার নেও এবং আন্তরিকতার সাথে তা পরিশোধ করার সংকল্প রাখ, তবে আল্লাহ তা পরিশোধ করে দিবেন। এবং যখন তুমি নষ্ট করার ক্ষেত্রে ধার করবে তখন আল্লাহ্ তা নষ্ট করে দেবেন।" *(বুখারী)*

যে ব্যক্তি শহীদ হয় সে তার চেয়ে উত্তম যে বিজয়ী হয় এবং নিরাপদ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে

জাবির কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন। তিনি বলেনঃ "সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল সেটা যেখানে তোমার ঘোড়াকে হত্যা করা হয় এবং তোমারও রক্তপাত হয়।" (ইবন হাববান আহমাদ – ইবন আবু শায়বা)

আমার বিন আবসাহ কর্তৃক বর্ণিতঃ একজন ব্যক্তি বলল "হে আল্লাহর রাসূল, ইসলাম কী?" তিনি বললেনঃ "ইসলাম হল তোমার হৃদয়ের বশ্যতা (আনুগত্য), এবং এই যে, মুসলিমরা তোমার কথা এবং হাত থেকে নিরাপদ।"" সে বলল, "ইসলামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কী?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ঈমান (বিশ্বাস)" সে প্রশ্ন করল, "বিশ্বাসী কী?" রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি উত্তরে বললেন, " আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস।" সে বলল, "ঈমানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কী" রাসূলুল্লাহ্

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হিজরাহ" সে বলল, "হিজরাহ্ কী?" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "পাপসমূহ পেছনে ফেলে আসা।" সে বলল, "হিজরাহর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কী?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "জিহাদ" সে বলল, "জিহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কী?" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যে ব্যক্তির ঘোড়া হত্যা করা হয় এবং তারও রক্তপাত হয়।(আহমাদ – আল-তারারানী – আল-বায়হাকী)।

শহীদ একটি সামান্য যন্ত্রণা (কামড়) ছাড়া মৃত্যুর আর কোন কষ্ট অনুভব করেনা

আবু হুরাইরাহ্ কর্তৃক বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ একজন শহীদ মৃত্যুর কোন যন্ত্রণাই অনুভব করেনা, শুধুমাত্র একটি পতঙ্গের কামড়ের ন্যায় অনুভব করা ব্যতীত। (তিরমিযী – আল-নাসাঈ – ইবন মাযাহ্ – আল-বায়হাকী – আহমাদ – আল-দারিমী)

ফেরেশতারা তাদের পাখা দ্বারা শহীদকে ছায়া দেয়

জাবির বর্ণনা করেন যে, তার পিতার বিকৃত মৃত দেহ আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে আনা হয়। আমি তার মুখের কাপড় সড়াতে চাচ্ছিলাম কিন্তু কিছু মানুষ আমাকে তা করতে নিষেধ করল। অতঃপর আমরা কিছু নারীর কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "তোমরা কেন কাঁদছ? ফেরেশতারা এখনও তাঁকে ছায়া প্রদান করছেন।" *(বুখারী – মুসলিম)*

আনাস কর্তৃক বর্ণিতঃ হারিযাহ – এর মা, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাকে আমার পুত্র হারিযাহ সম্পর্কে বলবেন নাঃ যদি সে জান্নাতে না থাকে তবে আমি তার জন্য কাঁদব (অশ্রু বিসর্জন করব)।" (বদর যুদ্ধে হারিযাহ একটি বিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে)। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বলেনঃ "তুমি কি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ! জান্নাত শুধু একটি নয়। অনেকগুলি এবং তোমার ছেলে সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতে অবস্থান করছে: আল-ফিরদাওস।"

(বুখারী)

শিঙ্গায় ফুঁৎকারের ফলে সৃষ্ট আতঙ্ক হতে শহীদ মুক্ত থাকবে

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরাঈল (আঃ) – কে জিজ্ঞেস করেন যে, কারা শিঙ্গায় ফুঁৎকারের আতঙ্ক থেকে পরিত্রাণ পাবেন। জিবরাঈল (আঃ) বলেন – তাঁরা হলে শহীদগণ। (আল-হাকিম)

সাঈদ বিন জুবাইরকে প্রশ্ন করা হয়, যে নিচের আয়াতে আল্লাহ কাদেরকে ব্যতিক্রম বুঝিয়েছেন (কারা এ আতঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নয়)? "এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, তখন আসমান ও জমীনের অধিবাসীদের মৃত্যু হবে, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান (সে ব্যতীত)" তিনি বলেনঃ "তাঁরা হলে শহীদগণ। প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ শুধু তারা ছাড়া (শহীদরা), তাঁরা তাঁদের হাতে তাঁদের তলোয়ার নিয়ে আল্লাহর সিংহাসনের চারপাশে অবস্থান করেন।" (ইবন আল-বারাকাহ্ – বুখারী, আল-কাবীরে, আবু নাঈম – আল-তাবারী তাফসীরে – আল-সাইয়ুতি এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন. আল-হাকিম (আল-যাহাবী এর পরিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন)

জান্নাতে সবুজ পাখির অভ্যন্তরে অবস্থান

ইবন আব্বাস কর্তৃক বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "যখন উহুদ যুদ্ধে তোমাদের ভাইরা নিহত হয়, আল্লাহ্ তাঁদের আত্মাগুলো সবুজ পাখির অভ্যন্তরে প্রবেশ করান যারা জান্নাতের নদীর তীরগুলিতে উড়ে বেড়ায় এবং সেখানকার ফল আহার করে। রাতে এই পাখিগুলো তাদের সন্ধ্যা কাটায় আল্লাহর সিংহাসনে ঝুলন্ত লন্ঠনের মাঝে। যখন শহীদরা তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহ দেখতে পায়,

তখন বলেঃ "কে আমাদের ভাইদের বলে দেবে যে, আমরা জান্নাতে অবস্থান করছি যেন তারা জিহাদ উপেক্ষা না করে এবং যুদ্ধ বন্ধ না করে।" অতঃপর আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করেনঃ "আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত ধারণা করনা, বরং তারা জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, তারা রিযিকও প্রাপ্ত হয়। তারা পরিতুষ্ট ও ঐ সমস্ত বস্তুতে যা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন, আর যারা তাদের নিকট পৌঁছেনি, পেছনে (দুনিয়াতে) রয়ে গিয়েছে। তারা (শহীদানরা) তাদের অবস্থা উপভোগ করে, এবং দুনিয়া থেকে পরবর্তীতে যারা তাদের সাথে যোগ দিবে – তার খবর শুনতে থাকে, এবং তারা কখনো বিষণ্ন হবেনা। তারা আনন্দিত আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে, আর এটা এই জন্য যে আল্লাহ্ মুমিনদের আমলের প্রতিদান ব্যর্থ করেননা। *(সূরাঃ আল-ইমরানঃ ১৬৯ – ১৭১) (আবু – দাউদ, মুসলিম)*

বিচারের দিবসে শহীদ ব্যক্তি প্রশান্তি অনুভব করবেন

আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "এবং সে (শহীদ ব্যক্তি) সেই দিন প্রশান্তি অনুভব করবে যেদিন চারিদিকে প্রচন্ড ভীতি বিরাজ করবে।"

(আহমাদ – আল-তাবারানী)

শহীদ ব্যক্তি তাঁর পরিবারের ৭০ জনের জন্য সুপারিশ করতে পারে

নিমরান বিন উতবাহ বলেনঃ আমরা উম্ম আল-দারদাকে দেখতে গেলাম এবং আমরা অনাথ ছিলাম। তিনি (উম্ম আল-দারদা) বললেনঃ "কী আনন্দ! আমি আমার স্বামী আবু আল-দারদাকে বলতে শুনেছি যে, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "একজন শহীদ তার আত্মীয়দের (মধ্য থেকে) সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।" *(আবু দাউদ – ইবন হিব্বান – আল-বায়হাকী)*

আল্লাহ্ শহীদের উপর সন্তুষ্ট

আনাস কর্তৃক বর্ণিতঃ কিছু ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) – এর নিকট আসল এবং তাঁকে বলল একজন ব্যক্তিকে শিক্ষকরূপে নির্ধারণ করে দিতে যে তাদেরকে কুরআন এবং সুন্নাহ শিক্ষা দেবে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্তর জন কুরআনের আলেম প্রেরণ করলেন যাদের মধ্যে আমার চাচা হারাআমও ছিলেন। এসকল ব্যক্তিবর্গ রাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং দিনে পানির খোঁজ করতেন এবং তা মসজিদে নিয়ে আসতেন। তারা কাঠ কাটতে বেড়িয়ে পড়তেন এবং যখন তারা তা বিক্রি করতেন তখন সে অর্থ দিয়ে মসজিদের দরিদ্র মানুষের জন্য খাবার কিনে আনতেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সেখানে পাঠালেন তাদের আদিবাসীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তখন আদিবাসীদের লোকজন, সেখানে পৌঁছানোর পূর্বেই তাদেরকে হত্যা করল। তাঁদেরকে হত্যা করার পর তাঁরা বললেনঃ "হে আল্লাহ্, রাসূলের নিকট আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিন যে আমরা আপনার সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং এটাও যে আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট এবং আমরাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।" আমার চাচাকে একটি বর্শা দ্বারা হত্যা করা হয়। যখন তিনি দেখলেন যে বর্শাটি তাকে ছেদ করছে, তখন তিনি আর্তনাদ করলেনঃ "কা'বার মালিকের নামের শপথ, আমি বিজয় লাভ করেছি!" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "তোমার ভাইদের হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁরা বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্ এ সংবাদটি রাসূলের নিকট পৌঁছে দিন যে, আমরা আপনার সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট এবং আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।" *(বুখারী – মুসলিম)*

শহীদদেরকে আল-হুরের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়

আল্লাহ বলেনঃ "আর তাদের জন্য গৌরবর্ণের বড় বড় চোখ বিশিষ্ট নারীগণ থাকবে, তারা যেন সংরক্ষিত (লুকায়িত) মুক্তা।" *(আল-ওয়াক্বিয়াহ ২২ – ২৩)*

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাদিসে শহীদদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেনঃ "শহীদদের বাহাত্তর জন আল-হুর (জান্নাতের নারী) এর সাথে বিয়ে দেওয়া হবে।[তিরমিযী – আব্দুল রাযাক – ইবন মাযাহ্ (নির্ভরযোগ্য)]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "এবং যদি কোন জান্নাতে নারী নিজেকে পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করে, তবে সে তাদের মধ্যকার দূরত্ব – আলো ও তার সুগন্ধি দ্বারা পূর্ণ করে দেবে, এবং তার মাথার উপরের রুমাল হল পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।" *(বুখারী)*

মাটি শহীদের শরীর ধ্বংস করতে পারেনা

আব্দুল রহমান বিন সাসাহ বলেনঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, আমর বিন জামুহ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (দু'জনেই আনসার ছিলেন) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে একই কবরে করব দেন। মুয়াবিয়ার শাসনকালে প্রচন্ড বন্যার কারণে কবরস্থানটি প্লাবিত হয় ফলে কবর পরিবর্তনের জন্য (স্থান পরিবর্তন) তাদের কবরটি উন্মুক্ত করা হয়। যখন তাদের কবর খোলা হয়। তখন তাদের শরীর অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, মনে হচ্ছিল যে তাঁরা যেন গতকালই মৃত্যুবরণ করেছেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল তাদের মৃত্যুর ৪৬ বছর পর। (ইমাম মালিক)

উল্লেখ করা হয় যে, উমারের শাসনকালে আসহাবে উখদুদের ছেলেটির কবর পাওয়া যায়। তার হাত তার মাথার সেই স্থানে ছিল যেখানে তীরটি বিদ্ধ হয়েছিল। (তিরমিযী সম্মত গ্রহণযোগ্য)

আল্লাহর জন্য পুনরায় মৃত্যু কামনা করা

শহীদগণ ব্যতীত আর কেউই জান্নাত থেকে বের হতে চাবে না, জান্নাতে প্রবেশের পর যদিও তাকে পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব দেওয়া হয়। সে (শহীদ) চায় জান্নাত ছেড়ে পুনরায় পৃথিবীতে আসতে এবং পুনরায় আল্লাহর জন্য (রাহে) নিহত হতে। সহীহ্ মুসলিমে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "শহীদগণ ব্যতীত আর কারোরই জান্নাতে প্রবেশের পর আর কখনই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থাকবেনা। সে (শহীদ) পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা রাখে আল্লাহর রাহে আরো দশবার নিহত হওয়ার ইচ্ছার দরুন। কারণ সে সেদিন দেখতে পাবে যা আল্লাহ্ শহীদদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন" আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে বলেনঃ "তাঁর নামের শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি আশা করি আমি আল্লাহর কারণে (পথে) যুদ্ধ করব অতঃপর নিহত হব এবং আবার যুদ্ধ করব অতঃপর আবার নিহত হব এবং আবার যুদ্ধ করব এবং অতঃপর আবার নিহত হব।"

আল্লাহর রাস্তায় ব্যায়ের ফজিলত

আল্লাহ্ বলেন, "এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জ দেবে উত্তম কর্জ; অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ – বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তারই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।"

(আল-বাকারাহঃ ২৪৫)

আল্লাহ্ বলেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন – সম্পদ ব্যয় করে, উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। এবং এই বৃদ্ধি আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। এবং আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।

(বাকারাহ : ২৬১)

হাসানা (ভাল কাজ) কতগুণ বৃদ্ধি পায়? আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন, "যে একটি ভাল কাজ ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জোড়া জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের দ্বাররক্ষী (ফেরেশতা) জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকবেঃ হে অমুক! এদিকে এসো এবং (জান্নাতে) প্রবেশ কর। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তির তো কোন প্রকার ক্ষতি নেই। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি একান্তভাবে আশা করি, আপনি তাদের মধ্যে হবেন। *(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৮৪)*

খুযায়ম ইব্ন ফাতিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কোন কিছু দান করবে, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে।

(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৮৬)

জিহাদে গমন ওয়াজিব ও তার নিয়্যাতের আবশ্যকতা

ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, এই বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়ত। যখনই তোমাদের বের হবার আহবান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮২৫)

ইব্নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, এই বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়ত। যখনই তোমাদের বের হবার আহবান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮২৫)

যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন

সালিম আবু নাযর (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্নু আবূ আওফা (রাঃ) লিখে পাঠালেন, আর আমি তাতে পড়লাম যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যখন তোমরা তাদের (শত্রুদের) মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্য অবলম্বন করবে।“

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮৩৩)

ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আবদুল্লাহ ইব্নু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাহলে পাথরও বলবে, ‘হে আল্লাহ্র বান্দা, আমার পেছনে ইয়াহূদী আছে, তাকে হত্যা কর।“

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯২৫)

কাফিরদের পরাজিত করার দোয়া

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু‘আ করেন, ‘আল্লাহ্‌ তাদের (মুশরিকদের) ঘর ও কবর আগুনে পূর্ণ করুন। কেননা তারা মধ্যম সালাত (তথা ‘আসরের সালাত) থেকে আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।’ *(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯৩১)*

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুনূতে নাযিলায় এই দু‘আ করতেন, ‘হে আল্লাহ্‌! আপনি সালামা ইব্‌নু হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্‌! ওয়ালিদ ইব্‌নু ওয়ালীদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্‌! আয়্যাশ ইব্‌নু আবী বারী‘আ-কে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্‌! দুর্বল মুমিনদের নাজাত দিন। হে আল্লাহ্‌! মুযার গোত্রকে সমূলে উৎপাটিত করুন। হে আল্লাহ্‌! কাফিরদের উপর ইউসুফ (‘আঃ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন।’ *(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯৩২)*

আবদুল্লাহ ইব্‌নু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আহযাবের দিনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দু‘আ করেছিলেন যে,”হে কিতাব নাযিলকারী, সত্বর হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ্‌! হে আল্লাহ্‌! তাদের সকল দলকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ্‌! আপনি তাদের পর্যুদস্ত ও প্রকম্পিত করুন।“

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯৩৩)

আমিরের নেতৃত্বে যুদ্ধ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আর এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে যে, (রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,) যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলারই নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করল। ইমাম তো ঢাল স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। অতঃপর যদি সে আল্লাহ্‌র তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য পুরষ্কার রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। *(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯৫৭)*

জিহাদে অংশগ্রহণ না করার শাস্তি

আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা য়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও তবে আল্লাহর তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *(সূরাঃ আত তাওবাহ ৯:৩৮ – ৩৯)*

আল্লাহ্ বলেন “বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের, গোত্র, তোমদের অর্জিত ধন – সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান – যাকে তোমরা পছন্দ কর – আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয়

হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" *(সূরাঃ আত তাওবাহ ৯:২৪)*

পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, "উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম"। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। অতএব তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে।"

(সূরাঃ তাওবাহ্ ৮১ – ৮২)

আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,"যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেনি অথবা যুদ্ধের জন্য নিয়্যতের করেনি এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (মুসলিম)

জিহাদে গনিমত

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (র)থেকে বর্ণিত ,রাসুল (স) বলেন,বর্শার ছায়াতলে আমার রিজিক রাখা হয়েছে ,যে ব্যাক্তি আমার বিধানের বিরোধিতা করে,তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে। *(সহিহ বুখারী৪/৪০)*

আবু উমামা (রা)থেকে বর্ণিত,রাসুল (সা) বলেন,"আমাকে আল্লাহ তাআলা সকল নবির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন ,অথবা তিনি বলেছেন ,সকল উম্মতের উপর আমার উম্মতকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং গনিমতের সম্পদকে আমাদের জন্য বৈধ করেছেন।"

(সুনানুত তিরমিজি :১৫৫৩)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত,রাসুল (সা)

বলেন,"যেকোনো বাহিনী -যারা আল্লহর পথে জিহাদ করল এবং গনিমত লাভ করল,তারপর নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করল,তারা আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময়ই

নগদ পেয়ে গেল। যারা খালি হাতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে এলো, তাদের পুরো বিনিময়ই পাওনা রয়ে গেলো।" *(সহিহ মুসলিম :১৯০৬)*

উপসংহার

ইসলামে সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। সন্ত্রাস কে নির্মুল করে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় জিহাদের মাধ্যমে। ।পশ্চিমা গোষ্ঠী ও তাদের মিত্ররা জিহাদ কে ইসলামি সন্ত্রাস নাম দিয়েছে। মুসলিমদের কে তারা সন্ত্রসী ,টেরোরিষ্ট নামে আখ্যায়িত করে। জিহাদের বিধান কে অপব্যাখ্যা করে সন্ত্রাস নামে জিহাদ কে অভিহিত করে যাতে কুফফারগোষ্ঠী দুনিয়াতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারে। বস্তূত জিহাদ কে সন্ত্রাস নাম দিয়ে দুনিয়া থেকে ইসলামকে মুঁছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়। জিহাদ হলো আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ জিহাদের বিধান গুলো কে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কোনো মুসলিম নিজ ইচ্ছা মতো যুদ্ধ করে জিহাদ বলে চালিয়ে দিতে পারেনা, জিহাদ করতে হয় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। যে যুদ্ধে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী লড়াই করা হয় না তা কখনো জিহাদ হতে পারেনা। তাই জিহাদ আর সন্ত্রাস কখনো এক নয়। জিহাদ সত্য এবং ন্যায়, আর সন্ত্রাস বাতিল ও অন্যায়।

শেষ কথা

এই থিসিসের লেখায় যা কিছু সঠিক ও উত্তম তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু ভুল হয়েছে তা আমার নিজের দায় ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111549703/